কবিতামালা।

কৃষ্ণবিহারী সেন

প্রণীত

কলিকাতা।

৫৭/৩ ভবানীচরণ দত্তের লেন।

শ্রীকুমুদবিহারী সেন দ্বারা

প্রকাশিত।

১৮৭৫

মূল্য ।০ আনা

কলিকাতা
১৪নং কলেজস্কোয়ার ইউনিভার্সিটী প্রেসে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

"কবিতামালা" যিনি লিখিয়াছেন, তিনি অল্প দিন হইল ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কবিতার যথাযথ সমালোচনা করিয়া, তাহার ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। হয়তো তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয়বশতঃ কবিতাগুলি ছাপাইতেন না অথবা যেগুলি তাঁহার নিতান্ত প্রিয় ও সুন্দর বোধ হইত, তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া ছাপাইতেন। তাঁহার নিকট বন্ধুবান্ধবেরা কবিতাগুলি ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি মিষ্ট-মুখে সে প্রস্তাব উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু আমরা সেরূপ নির্ব্বাচন করিতে গেলে পূজ্যপাদ পর-লোকগত পিতৃদেবের প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। তবে এই সকল কবিতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা আমরা বলিতে ইচ্ছা করি, আশা করি পাঠকগণ আমাদের সে প্রগল্ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

কবিতাগুলি প্রায়ই পূজ্যপাদ পিতৃদেবের রোগ-যন্ত্রণার কালে এবং তাঁহার সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে স্বল্প অবসরকালে লিখিত। সুতরাং তাঁহার সকল কবিতাই যে সকলের প্রীতিপ্রদ হইবে, সেরূপ আশা

করা যায় না। তবে এই কবিতামালায় তাঁহার প্রকৃত হৃদয়ের চিত্র অনেকটা দেখা যাইবে, এই আশা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ইহা প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি। তাঁহার প্রকৃতি যেমন সরলতাপূর্ণ ছিল, তাঁহার কবিতাও তেমনি সরল ভাবময়। একটী দৃষ্টান্ত এই—

"মন চায় মন দিতে মনের ঈশ্বরে।
মন কিন্তু ফিরে আসে মনের ভিতরে॥"

সকল কবিতাই সরলতাময় বলিয়া বালকগণের পক্ষে এই কবিতামালা বিশেষ উপাদেয় হইবে আশা করা যায়।

এখন, তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া তাঁহার এই কবিতামালা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিলাম ; পাঠকেরা ইহার প্রতি সাদর দৃষ্টিপাত করিলেই যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব।

কলুটোলা,
৫৯।৩ ভবানীচরণ দত্তের লেন
তারিখ ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৫

সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ		শুদ্ধ		পৃষ্ঠা		লাইন
সরন্ লও	...	সরল নও	...	২৪	...	১
নিশ্বস	...	বিশ্বাস	...	৩৯	...	১৩



সরস্বতী।

জনম হইতে লক্ষ্মী, ত্যজিলেন মোরে।
অনাথ হইয়া দেবী, ডাকিনু তোমারে॥
সদয় হইয়া তুমি, দিলে মোরে বর।
বিদ্যা বুদ্ধি লভিলাম, খ্যাতি নিরন্তর॥
দয়া করি যদি বর, দিলে সরস্বতী।
চটিয়া গেলেন তাহে, লক্ষ্মী রূপবতী॥
একি রীতি বল মাগো, বুঝিতে না পারি।
স্বর্গেতে বিবাদ আছে, মহা-মারামারি॥
তুমি এলে যদি দেবী, করি মোরে দয়া
অসহ্য হইয়া লক্ষ্মী, গেলেন চটিয়া॥

দেবগণ মাঝে আছে, ঠিক সেই চাল॥
দেখায় না ভাল রীতি, বলিতেছে দাস।
তুই জনে এসে হেথা, কর চিরবাস॥



কবিতা দেবী।

মরুভূমি ছিল এই, জীবন আমার।
রস কষ ছিল নাক, কিছুই তাহার॥
একদিন বসে আছি, চিন্তাশীল মনে।
হঠাৎ পড়িল এক, রূপসী নয়নে॥
আকাশের পরি তিনি, অপরূপ শোভা।
বিমল কান্তিতে পূর্ণ, সর্ব্ব মনলোভা॥
হাতেতে কুঠার তাঁর, ছিল একখানি।
কোন্ বলে বলী তিনি; তাহা নাহি জানি
মারিলেন কোপ এক, হটাৎ ভূতলে।
ফোয়ারা বাহির হয়ে, ভাসাইল জলে॥
বালুকা সদৃশ হয়ে, ছিল যেই স্থান।

এখন তথায় জল, করিলাম পান।
দেখিতে দেখিতে দেখি, ফুটিয়াছে ফুল।
মধুলোভে গুণ গুণ, করে অলিকুল।
পক্ষীগণ গাইতেছে, সুমধুর তান।
মন মোর প্রাণ ভরে, সুধাকরে পান॥
কে তুমি রূপসী বল, কোথাকার লোক।
বাস কর কিগো তুমি, যথায় গোলোক॥
মরুভূমি স্বর্গভূমি, হইল আমার।
দুঃখ কষ্ট সব গেল, ভাবি বারে বার॥
আকাশের পরি তুমি; ছেড়োনা আমায়।
হৃদয়েতে রাজ্য কর, যেয়োনা কোথায়॥
হাসি হাসি ওই মুখ, হেরি চিরদিন।
কবিতা রাজ্যেতে রব, সুখে যাবে দিন॥



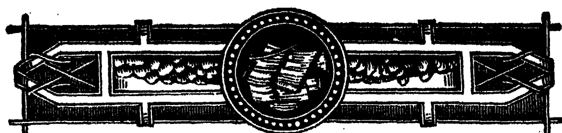


আকাশের পরি। *Inspiration.*

বিজলি সদৃশ হয়, তোমার প্রকাশ।
ক্ষণে ক্ষণে পাই আমি, তোমার আভাস॥
চমকে চমকি প্রাণ, এলে যদি কাছে।
ভয় হয় মনে কত, চলি যাও পাছে॥
রূপ যদি দেখাইলে, চিত্তের আকাশে।
তখনি লুকাবে কেন, মেঘ মালা পাশে?
মুহূর্ত্ত প্রকাশে তব, পাই কত ধন।
মুহূর্ত্তেতে সব সুখ, কর গো হরণ॥
স্বর্গেতে উঠাও যদি, এ পাপীর মন।
তখনি ভাঙ্গ গো কেন, সুখের সপন॥
কর তুমি অনুদিন, হৃদয়েতে বাস।
দেখিবে তোমার গুণে, হব নিত্য দাস॥

দিবে তুমি নব ভাব, আকাশের পরি।
পাইব নূতন তৃপ্তি, চির দিন ধরি॥

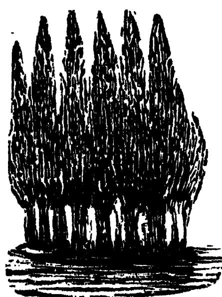


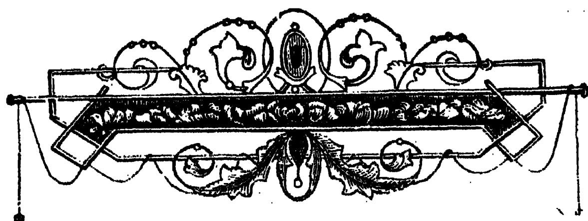


ষষ্ঠী।

কেন মাগো এত দয়া পাপীর উপরে।
বার বার উঁকি মার গরিবের ঘরে।।
দিন যায় মাস যায়, থাকি অন্য মনে।
কোথা হতে দেখা দিলে, দীন হীন জনে॥
লোকে বলে বহু পাপ, করেছিনু আগে।

নতুবা তোমার দয়া, কেন এত ভাগে॥
সে কথা ত কথা নহে, কথা এই সার।
তুমি যারে দেখা দেও, পুণ্য আছে তার॥
যত পুণ্য করেছিনু, অন্য দেহ ধরি।
দিলে তার পুরস্কার, দশ গুণ করি॥
যত বার দয়া হবে, জননী তোমার।
এস গো পাপীর ঘরে, কথা নাহি আর॥
কিন্তু মাতঃ ভিক্ষা চাই, কৃতাঞ্জলি করে।
এবার আসিলে এস, লক্ষ্মী সঙ্গে করে।

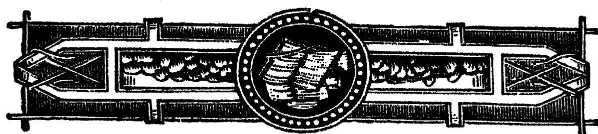




তোড়া।

গোলাপ সুন্দর, যুঁতি মনোহর,
তাহাতে বিকাশে বেলা।
চাঁপার বরণ, কদম্ব রঞ্জন,
করিতেছে তাহে খেলা॥
কেতকী সৌরভ, পদ্মের গৌরব,
মল্লিকা মালতী মিসি।
নলিনী মোহিনী, জবা সুহাসিনী,
আলোকিয়া দশ দিশি॥
সকল মিসায়ে, বরণ মিলায়ে,
বাঁধে তোড়া অপরূপ।
বল দেখি কার, দেখি বারে বার,
সেই অপরূপ রূপ?





চন্দন বৃক্ষ ও গোলাপ বৃক্ষ।

দুঃখিনী গোলাপ, কত মনস্তাপ,
করিছ বিরলে বনে।
হেরিলে যাতনা, মনের বেদনা,
উথলিয়া উঠে মনে॥
কিন্তু, সখি, জেন, তব দুঃখ হেন,
কেবল তোমার নহে।
আমার কপাল, ধরি চিরকাল,
সমান যাতনা সহে॥
ছিঁড়িলে কো ফুল, হইয়ে আকুল,
ভাসে তব চক্ষু জল।
ধরিয়ে কুঠার, করেগো প্রহার,
মোরে নির্দ্দয়ের দল॥
হয় কত খেদ, করি মর্ম্মভেদ,
দয়া তাহে নাহি হয়।

করেগো আঘাত, মোরে দিবারাত,
হতেছে জীবন ক্ষয় ॥
তোমার সে দুখ, আমার এ দুখ,
এস মিলাই দু জন।
দুখেতে মিলিয়া, হব এক হিয়া,
সুখে কাটিবে জীবন ॥
গোলাপ তোমার, সৌন্দর্য্য বিস্তার,
করগো ক্ষমার বলে।
আর যত মোরে, মারিবে সজোরে,
সুগন্ধ দিব সকলে ॥





বউ কথা কও

কেনরে বেহায়া পাখি   বসিয়ে নির্জনে।
জানাস ঘরের কথা,   যত জীবগণে॥
দিবারাতি শুনিতেছি,   ওই পোড়া কথা।
বল্ দেখি কি কারণে,   তোর এত ব্যথা?
বউ তোর এত কিরে,   নিলর্জ্জ নির্দ্দয়।
বকাইয়া মারি তোরে,   নিজে সুখে রয়।
কেন বল্ অভিমান,   এমন তাহার।
তোর সনে কভু কথা,   কহিবেনা আর?
বোধ হয় কোন কালে,   অন্য কোন নারী।
লয়ে ছিল তোর সব,   প্রাণ মন কাড়ি॥
সেই পাপে গুরু দণ্ড,   হইল বিধান।
"বউ কথা কও" বলে,   শেষ হবে প্রাণ॥

শুনে রেখ বিধি এই, যত স্বামী দল।
১৪ করিলে লাঞ্ছনা স্ত্রীর, পাবে এই ফল॥



বউ কথা কও

বাহবা দিতেছি আমি, সদাই তোমারে।
এ জ্বালা সহিতে বল, কেবা আর পারে॥
দুর্মুখী পত্নী তোমার, দিতেছে গঞ্জনা।
দিবারাতি আহা! কত, খাইছ লাঞ্ছনা॥
তথাপি সাধিছ তুমি, তারে প্রাণপণে।
"বউ কথা কও" বলে, ডাকিছ সঘনে॥
অন্য স্বামী কি করিত, বলিতে না পারি।
সে লইত বোধ হয়, অন্য কোন নারী॥

সাধুর গমন কিন্তু, ও পথেতে নয়।
মারিলে সজোরে ঝাঁটা, বাক্য নাহি কয়
যতই স্ত্রী দয়া ছাড়ি, করিবে প্রহার।
"বউ কথা কও" ছাড়া, বাক্য নাহি আর।
ধন্য সাধু পাখি তুমি, ধন্য ধন্য বলি।
স্বামী গণে দেও শিক্ষা, এক বুলি বলি।



মন।

মন চায় মন দিতে, মনের ঈশ্বরে।
মন কিন্তু ফিরে আসে, মনের ভিতরে
মন চায় জীবনেতে, দেখি প্রাণেশ্বর।
মন কিন্তু দেখে সদা, আত্ম এবং পর॥
মন চায় দেহ ছাড়ি, উড়িতে আকাশে

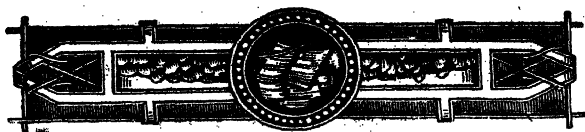
মন কিন্তু পাপ লয়ে, থাকে এ প্রবাসে ॥
মন চায় শান্তি জলে, হইব শীতল।
মন কিন্তু টেনে আনে, অশান্তি অনল ॥
মন চায় হৃদি মাঝে, বসাইব দেবে।
মন কিন্তু আমি ছাড়া, কারে নাহি সেবে ॥
মন চায় পূর্ণ জ্যোতি, দেখিব অন্তরে ;
মন কিন্তু থাকে সদা, অন্ধকার ঘরে ॥
মস্ত ল্যাজ কিন্তু এক, মন সদা বয়।
সে ল্যাজের ভারে মন, পৃথিবীতে রয় ॥





'আমি'র ল্যাজ।

"আমি" বলে আমি বড়, আমাসম নাই।
"তুমি" বলে তুমি বড়, আমি কিছু নই॥
"আমি" বলে শ্রেষ্ঠ আমি, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্মে।
"তুমি" বলে নীচ আমি, সর্ব্ব মত কর্ম্মে॥
"আমি" বলে নীচু করে, সদা মাথা ধরি॥
সকল জীবেরে আমি, ছোট মনে করি॥
"তুমি" বলে উঁচু করে, মাথা সদা রাখি।
সকল জীবেরে আমি, উঁচু ভাবে দেখি॥
"আমি"র কাছেতে "তুমি" সদা হারমানি।
নীরব নিস্তব্ধ থাকে, তার মুখ খানি॥
বাড়িতে বাড়িতে চলে "আমি" অহঙ্কারী।
কমিতে কমিতে গেল, "তুমি" অনাহারী॥
"আমি" কিন্তু বাড়িলনা, কারণ না জানি।
বাড়িবার মধ্যে বাড়ে ল্যাজ একখানি॥



মাতাল ও রোগী।

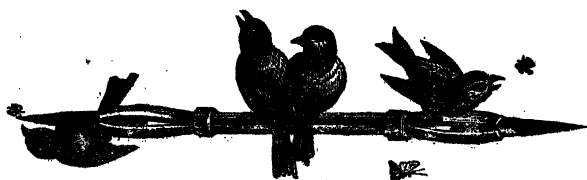
মাতাল সুজন, জাগিয়া স্বপন,
দেখেন গিরিজা তলে।
টুং টাং টং, করি নানা রঙ,
বাজে ঘড়ি মহা বলে ॥
কান খাড়া করি, মনে ধৈর্য্য ধরি,
শুনি সে দুপুর বাজি ॥
বারটা বাজিল, রেগে সে উঠিল,
বলে ওরে মূর্খ পাজি ॥
সময়ের দর, জাননা বর্ব্বর,
তাই বাজ পুনঃ পুনঃ।
কেন একেবারে, বলনা সবারে
বারটা বাজিছে শুন ?
রোগ শয্যা পরি, যাতনাতে মরি,
রোগী করে হাহাকার।

দাক্তার সুজন, মধুর বচন,
কহে তাহে বার বার ॥
শুন শুন ভাই, বলি কথা ছাই,
যাবেনা এখনো রোগ।
এই যে যন্ত্রণা, করিবে লাঞ্ছনা,
তার পর দুঃখ ভোগ ॥
কষ্ট কত হবে, দুঃখ কত সবে,
তার পর ইয়ে কত।
ইয়ে পর ইয়ে, তার পর ইয়ে,
দুঃখ দেবে ইয়ে যত ॥
শুনি সে বচন, রকত বরণ,
হইল রোগীর মুখ।
ছিল সে দুর্ব্বল, হইল সবল,
ভুলি যাই সব দুখ ॥
জাননা কি ভাই, দিন হাতে নাই,
বলে দেও কথা সার।
কেন একেবারে, বলনা আমারে,
সম্মুখে মৃত্যু তোমার ॥



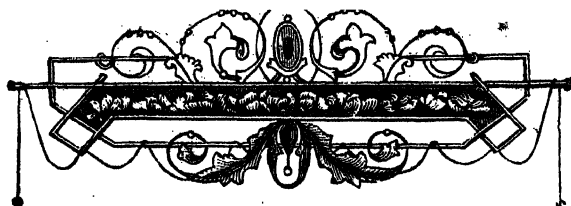
বনের পাখী। (পরমাত্মা)

কোথা কার পাখী তুমি, বল সত্য কোরে।
কিরূপ তোমার রূপ, বলে দেও মোরে॥
দেখা দিতে ভয় হয়, তবুও ডাকিছ।
হেথা হোথা কোরে সদা, আনন্দে মাতিছ॥
মাতিছ মাতাচ্চ তুমি, বাজাইয়া বীণা।
অথচ কি তুমি তাহা, কিছুই জানিনা॥
রূপ নও, শব্দ তুমি, অবয়ব হীন।
শুনাতে এসেছ পাখী, গাও অনুদিন॥
ভাসিয়ে দিতেছ ধরা, দেব প্রিয় গানে।
তথাপি জানিনা তুমি, আছ কোন্ স্থানে॥
দেব বাণী এই রূপ, শুনে সাধুগণ।
অন্তরেতে শুনে তাহা, সচকিত মন॥
তুমি কি হে দেববাণী বলদেখি ভাই।
কি কহিবে বল তবে, শুনে রাখি তাই॥



পিঞ্জরের পাখী (জীবাত্মা)

পিঞ্জরেতে বদ্ধ আমি, হোয়ে সদা থাকি।
উড়িতে পারিনা কভু, লোকে বলে পাখি॥
দিন ভোর তব মুখ, দেখিবারে পাই।
তোমার গুণের কথা, নিত্য আমি গাই॥
হইতেছে মিষ্টালাপ, সদা দুই জনে।
উথলিছে প্রেমসিন্ধু, সদা এই মনে॥
তথাপি দুর্ভাগ্য আমি, কষ্ট পাই কত।
হইবেনা মেশামিশি সাধ করি যত॥
ইচ্ছা হয় উড়ে গিয়ে, তব পাশে থাকি।
মিষ্ট কথা যত শুনি, বুকে কোরে রাখি।
মুখোমুখি কোরে হই, নিশ্চিন্ত হৃদয়।
মন খুলে কথা কই, হইয়ে নির্ভয়॥
নিদারুণ বিধি কিন্তু, বন্দী কোরে রাখে
মনের সকল্ল কথা, মনেতেই থাকে॥



গাজিপুর এবং কলিকাতা।

লোকে বলে গাজিপুরে, গোলমাল নাই।
থাকিলে তথায় সদা, শান্তি সুখ পাই॥
তাহা নয় তাহা নয়, জানিবে নিশ্চয়।
ভয়ঙ্কর গোলমাল, দিবা রাতি হয়॥
বিবেক বলিছে সদা, শুন্ ওরে মন।
কি কোরে কাটালি বল্, তোর এ জীবন॥
মহাকাল বলে মোরে, আর নাহি দিন।
যাহা করিবার কর্, শোধ্ সব ঋণ॥
হুঙ্কারিয়া ব্রহ্মরব, জানাইছে মোরে।
"আমি আছি" "আমি আছি" বলিছে সজোরে
জাগিয়া স্বপনে সদা, শুনিতেছি রব।
প্রকৃতি কথন নহে, নিস্তব্ধ নীরব॥
মুহূর্ত্তের তরে আমি, সুস্থির না হই।

এ্যস্ত ব্যস্ত জড় সড়, হোয়ে সদা রই ॥
সর্ব্বদা সভয়ে থাকি, কাণ ঝালা পালা।
কে যেন বলিছে মোরে, শীঘ্র "পালা পালা"
"এখানে থাকিলে হবি, বধীর পাগল।
"হারাইবি একেবারে, শান্তি এবং বল ॥
"কলিকাতা বড় ভাল, গোলমাল স্থান।
"প্রকৃত নীরব তাহে, করে অবস্থান ॥"

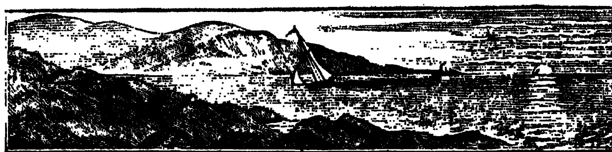




পবন।

সুমন্দ পবন, করিছে বহন,
দেয় সবে আলিঙ্গন।
বহে শ্বন শ্বন, কহে ঘন ঘন,
মধুর কত বচন॥
একি বল রঙ্গ, স্পর্শিছে এ অঙ্গ,
করিছে সঙ্গীত রব।
আনন্দেতে মেতে, কাঁপিতে কাঁপিতে,
কাঁপাইছে গাত্র সব॥
অথচ কি লজ্জা, নাহি সজ্জা গজ্জা,
রূপ তার নাহি জানি।
অঙ্গ ছুলি হেলি, করে নিত্য কেলি,
দেখিনা শরীর খানি॥
এইত সরম্, প্রকৃত ধরম্,
এইত নারীর কাজ।

হইয়ে নির্ভয়, মোহিবে হৃদয়,
অথচ রাখিবে লাজ ॥



পাপীর আশা।

আমি পাপী মহাপাপী, আমারে কে পায়
আমার গৌরব কথা, কবিগণ গায় ॥
আমার উদ্ধার লাগি, মঙ্গলের তরে।
দয়াময় দিবারাতি, ভাবেন অন্তরে ॥
ধরেন্ আমার জন্য, দয়াময় নাম।
পতিত পাবন হরি, সিদ্ধ মনস্কাম ॥
পাপীর চক্ষের জল, মূল্য কত তার।
এক বিন্দু দেখাইলে. খোলে স্বর্গ দ্বার ॥
পাপ অনুতাপ হোতে, নিশ্বাস যে বয়।
স্বর্গবায়ু রূপে তাহা, মুক্তি প্রদ হয় ॥

আমাহেন পাপীগণ, করিতে উদ্ধার।
পাঠান জগতে হরি, কত অবতার॥
আমারই জন্য ধর্ম্ম, ব্রত অনুষ্ঠান।
আমারই তরে সৃষ্টি, নূতন বিধান॥
লীলাময় ভগবান, পাপীরে লইয়া।
অপার মহিমা তাঁর, পাপী তরাইয়া॥
কবিতা কুসুম কোথা, ফুটিত জগতে।
লীলা কথা না থাকিত, যদি ভাগবতে॥
কোথা ঈশা, কোথা বুদ্ধ, কোথা শ্রীচৈতন্য।
এঁদের গৌরব খালি, পাপীদের জন্য॥
জগতেতে মূল্যবান, আছে একধন।
আশা তার নাম জেন, আশা পূর্ণ মন॥
ভবের মিষ্টত্ব কোথা, না থাকিলে আশা
আশাপূর্ণ ভব বোলে, আছে ভালবাসা॥
পাপীদের প্রাপ্য এই, আশা দেবধন।
পাপীবোলে আশা করি, কাটাই জীবন॥
অনুতাপ বিন্দুযাই, পড়িবে ভূতলে।
এক লম্ফ দিয়ে আ।ম, স্বর্গে যাব চোলে॥



"কাঁদি অথচ পাপ যায় না"

সরন্ লও গো তুমি, বলিছনা সত্য ।
কাঁদিছ অথচ পাপ, রহিয়াছে নিত্য ॥
সত্য কথা ইহা নহে, প্রকৃতি বিরুদ্ধ ।
অনুতাপ এলে জেন, মন হয় শুদ্ধ ॥
মিথ্যা কথা বোলে কেহ, খাঁটি নাহি হয় ।
এক ফোঁটা অশ্রুজলে, পাপ নাহি রয় ॥
লোকেরা প্রার্থনা করে, তবু পাপ করে ।
ইহার কারণ পাপ, আছে যে ভিতরে ॥
পাপ আকর্ষণ বড়, ভয়ানক টান ।
মুখ পুড়ে যায় তবু, মধু করি পান ॥
ভগবানে এক মুখে, বলি, লও পাপ ।
একমুখে পাপে বলি, থাক মোর বাপ ॥

বলি ভগবান, ওহে, খাঁটি কর মন।
ছেড়োনা, পাপের বলি, তুমি প্রাণ ধন॥
একমুখে দুই কথা, শুনে হাসি পায়।
বিপরীত বস্তু পাপী, একমুখে চায়॥
অন্তরেতে হাসি ভরা, বাহিরের জল।
হাসি কান্না দুই দিকে, পাপীর সম্বল॥
তোমার কথায় বাপু, বিশ্বাস না হয়।
পাপীর দীর্ঘ নিশ্বাস, এত কভু নয়॥
কেঁদে কেঁদে তুমি কর, অনুতাপ ভাণ।
লঙ্কা দিয়ে বোধ করি, জল টেনে আন॥





স্বাভাবিক হও।

দুই হাতে পাখা কোরে, ঝড় নাই আসে।
নাড়িলে সমুদ্র জল, তরঙ্গ না ভাসে।
দুকলসী জল ঢেলে, বান নাহি ডাকে।
বের কোরে দিলে ধোঁয়া, মেঘে নাহি ঢাকে॥

কখন্ উঠিবে ঝড়, জানা নাহি যায়।
কখন তরঙ্গ উঠে, ইঙ্গিত না পায়॥
ঝড় উঠে বাণ ডাকে, স্বভাবের বলে।
স্বভাবের গুণে মেঘ, আকাশেতে চলে॥

চেষ্টা কর, বৃথা চেষ্টা, হইবে তোমার।
চেষ্টা কোরে অনুতাপ, হয়না কাহার॥
একদিন কোথা হতে, মেঘ উঠে মনে।
অনুতাপ ঝড় এসে, ডাকে গো সঘনে॥

পরিষ্কার কোরে দেয়, মনের আকাশ।
আনন্দিত করে দিক, সুগন্ধ বাতাস ॥
দুর্গন্ধ আঁধার যাহা, ছিল এ জীবনে।
ভুলে যাই একেবারে, পেয়ে নব মনে ॥

ক্রন্দন উঠিত বোলে, কাঁদিতে কে পারে।
চক্ষু রগড়ালে কান্না, উঠে বারে বারে ॥
হাসা ভাল বোলে তুমি, হাসিতে কিপার।
সে হাসিটা কাষ্ঠ হাসি, এই কথা সার ॥

মনে কোরে অনুতাপ, আনা নাহি যায়।
জোর কোরে দুঃখ টেনে, কে আনিতে চায় ॥
মন যদি ভাল চাও, স্বাভাবিক হও।
পাপ যায় যদি চাও, প্রকৃতিরে লও ॥

আপন বলেতে কভু, পাপ নাহি যায়।
হাতে কোরে কেবা কবে, আগুন নেবায় ॥
ভগবানে ডাক কিছু, চেষ্টা নাহি কোরে।
কেবল বলহে তাঁরে, দয়াকর মোরে ॥
এই বোলে একে বারে, ঢেলে দেও মন।
সময়ে আসিবে দেখ, নূতন জীবন ॥

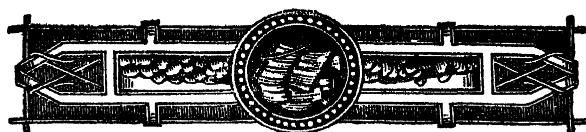


গোলাপ।

অনন্ত সাকার হোয়ে, গোলাপের রূপ লয়ে,
মোহিতে মানব মন আসিলেন ভবে।
সুন্দর যেখানে ছিল, একাধারে সম্মিলিল,
গোলাপ তোমার নাম হইল সে তবে॥
কি সুন্দর তব মুখ, দেখে ভুলি সব দুখ,
রূপের ছটায় কাবু কর প্রাণ মন।
সৌরভ ছুটিয়া যায়, আরাম সকলে পায়,
নবভাবে নবরসে জুড়ায় জীবন॥
তব গন্ধ নিরমল, একবার পেলে জল
গোলাপের জল হোয়ে মাতায় ভুবন।
চন্দনের সঙ্গে মিশি, আমোদিয়া দশ দিশি,
আতর হইয়া থাক হৃদয় রঞ্জন॥
সাধু সঙ্গে কত ফল, সাধুদের কত বল,
যার নাহি কিছুগুণ সেও গুণী হয়।

মন্দ যারা ভাল হয়, ভাল আরো ভাল হয়,
ভাল ছাড়া অন্য কিছু তোমাতে না রয় ।।
গোলাপ, সাধুর মত, . হয় তব কার্য্য যত,
তোমার শোভাতে হয় এভব সুন্দর ।
সাধুদের সঙ্গে থেকে, সাধুদের রূপ দেখে;
জগত নূতন রূপ ধরে মনোহর ।।
জলের মতন যারা, রূপ গন্ধ হীন তারা,
সুরূপ সুগন্ধ হয় পেয়ে সাধু সঙ্গ ।
আর যার ভাল মন, পেয়ে সে সাধু চন্দন,
আতরের মত তার হোয়ে যায় অঙ্গ ।।
তুমি, সাধু, দুই ভাই, জগতেত এলে ভাই,
প্রচারিত সৌন্দর্য্যের অপার গৌরব ।
স্বর্গহতে দুই ফুল, মর্ত্তলোকে লও মূল,
রেখে যাও পৃথিবীতে অনন্ত সৌরভ ।।





গোলাপ।

তোমারে দেখিলে মন, নেচে নেচে উঠে।
তোমার রূপেতে দুখ, চোলে যায় ছুটে॥
হেরিয়ে সুন্দর মুখ, তৃপ্তি নাহি হয়।
যত দেখি আরো দেখি, শেষ নাহি রয়॥
কি কোমল অঙ্গ তব, ছুঁয়ে সুখী হই।
ইচ্ছা হয় কোরে শয্যা, শুয়ে তাহে রই॥
কি সৌরভ তোমা হতে, বহে সর্ব্বক্ষণ!
সম্ভোগ করিয়া হই, পুলকিত মন॥
গোলাপ তোমার আমি, অনুগত দাস।
তব হাসি দেখে হয়, হৃদয় উচ্ছাস॥
হেসে হেসে, সুখে ভেসে, কাটাই জীবন।
দেখিতে দেখিতে রূপ, গোলে যায় মন॥
ভয়ের কারণ এক, বলিবারে চাই।
বল দেখি কেন মূলে, কাঁটা এত পাই॥

ইচ্ছা হয় হাত দিয়া. ধরিগো তোমায়।
কাঁটার ভয়েতে কিন্তু, (সে) সাধ চোলে যায়॥



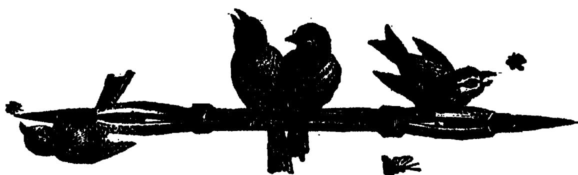


ON THE RECOVERY
OF
H. H. THE MAHARANI OF KUCH BEHAR
FROM A SERIOUS ILLNESS.

মেঘরাশি উঠেছিল, পশ্চিম অঞ্চলে।
উড়ে গেল সব তাহা, দেব দয়া বলে॥
মহারাণী, কি বলিব, কোন্ দৈত্য আসি।
হুঙ্কারিয়া উঠাইল, সেই মেঘরাশি॥

ভয়ে সারা মোরা সব, ডাকিনু সঘনে।
দয়াল পিতারে মোরা, বিপদ ভঞ্জনে॥
তার পর দৈববাণী, হইল ভূতলে।
শুনে অপরূপ কথা, চক্ষু ভাসে জলে।
"জানিস্ না কাহার তরে, তোর এত ভয় ?
"মহারাণী নিরাপদে, আছেন নিশ্চয়॥
"যার লাগি দেব দৈত্যে, হইল সংগ্রাম।
"যার লাগি পাপী সবে, পেলে প্রাণারাম॥
"যার লাগি এল ভবে, নূতন বিধান।
"যার লাগি ব্রহ্মানন্দ, সঁপিলেন প্রাণ।
"যার নব রাজ্যে, হোলো নাম গান।
"যার লাগি হবে পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ বিধান॥
"তিনি কেন এত আগে, যাবেন চলিয়া।
"বিধাতার শুভ ইচ্ছা, না পূর্ণ করিয়া॥
"যত দিন সেই ইচ্ছা, না হয় পূরণ।
"যত দিন নব ধর্ম্ম, না হয় স্থাপন॥
"তত দিন মহারাণী, বহুকাল ধরি।
"পালিবেন সুখে রাজ্য, আনন্দ বিতরি॥"
আহ্লাদেতে ভাসে মন, শুনি এ বচন।
নব আশা নব বল, ধরিল জীবন॥

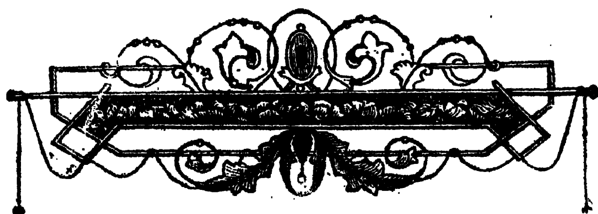
সুখে থাক বেঁচে থাক, থাক অনুরাগে।
কাকা তব ভগবানে, এই বর মাগে॥
ধর্ম্ম লয়ে রাজ্য লয়ে, ন্যায় পথে থাক।
পিতাকে আদর্শ করে, হৃদয়েতে রাখ॥
প্রজাহিতে পরহিতে, রাখ সদা মন।
পরের দুঃখেতে সদা, করিও ক্রন্দন॥
তোমার জীবন ইহা, তোমার ত নয়।
অন্যের জীবন ইহা, জেনো গো নিশ্চয়॥
যন্ত্র হয়ে আছ তুমি, ভগবান যন্ত্রী।
এক তন্ত্র হয়ে আছ, তিনি এক তন্ত্রী॥
কত সুর কত লয়, বাহিরিবে এবে।
তোমারে লইয়ে কত, সঙ্গীত হইবে॥
অপরূপ লীলা হরি, খেলিছেন ভবে।
তুমি যোগ দিলে তবে, লীলা পূর্ণ হবে॥
সৌভাগ্যশালিনী বল, কেবা আর আছে।
বিধানের খেলা সব, তোমারই কাছে॥
পিতা তব আশীর্ব্বাদ, করেন সজোরে।
জয় জয় ব্রহ্মানন্দ, বলি প্রাণ ভোরে॥



শুকতারা।

দেখেছি অনেক ফুল, রূপে গুণে-অনুকুল,
সব চেয়ে গোলাপের মান।
শুনেছি অনেক গান, মনোহর লয় তান,
কিছু নহে কোকিল সমান॥
দেখিয়াছি স্রোতস্বতী, নিম্নগামী বেগবতী,
গঙ্গা ছাড়া শুদ্ধ কার জল?
দেখেছি আকাশে কত, মোহিনী মূরতি যত,
তোমা হেন রূপসী কে বল?





হাসি।

বল দেখি হাসি, কোথা হোতে আসি,
ভাসাচ্চ আনন্দে মন।
জোছনার রাশি, তামস বিনাশি,
কোথা হোতে আগমন ॥
রহস্য জানিনা, বুঝিতে পারি না,
কোথা হোতে তুমি এলে।
এই ত হাসিলে, আনন্দে ভাসিলে,
বল দেখি কোথা গেলে ॥
হইয়ে গম্ভীর, আছে যে সুস্থির,
ধরে মুখে কত গুণ।
বিরূপ আকার, ধরি একবার,
কেন হোলে হেসে খুন ॥
মানুষ তোমার, এই অধিকার,
হাসি তব অলঙ্কার।

পশু পক্ষী যত, জীব শত শত,
হাসি বল আছে কার ॥
দেবতা গঠিত, স্বর্গেতে সৃজিত,
ছিল তথা কত সুখে।
ভুলাতে মানবে, আসিল সে ভবে,
শোভিল মানব মুখে ॥
ঈশ্বর যখন, মানুষ সৃজন,
করিয়া পাঠান, ভবে।
ভাবিলেন মনে, সহিবে কেমনে,
দুঃখ শোক আদি সবে ॥
হইয়ে নিরস্ত্র, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র,
নাহিক কিছু সম্বল।
কেমনে যুঝিবে, কিরূপে বুঝিবে,
এত ঘোর শত্রু দল ॥
নখ দন্ত চর্ম্ম, অন্য কোন বর্ম্ম,
নাহিক তার সাথে।
শীত গ্রীষ্ম বায়ু, করে ক্ষয় আয়ু,
কিছু নাই তার হাতে ॥
বিধাতা তখন, করিয়া স্মরণ,
হাসিকে ডাকেন কাছে।

বলিলেন "হাসি, হোয়ে ভববাসী,
"যাও ওর পাছে পাছে ॥
"থাকিলে সে সুখে, বোসে তার মুখে,
"দিও তারে দিব্য বল।
"বিপদ যখন, আসিবে সঘন,
"তাড়াইও শক্র দল ॥
"যাতনাতাড়না, করিলে লাঞ্ছনা,
"হাসিও মধুর হাসি ॥
"যাবে শোক পাপ, যাবে শক্র তাপ,
"উড়ে যাবে মেঘরাশি ॥"
সেই জন্য হাসি, তোরে ভালবাসি,
তুই মোর দিব্য বল।
তুই যে সহায়, ঈশ্বর দয়ায়,
কি করিবে শক্র দল ॥
হাস ভাই হাস, সৌন্দর্য্য প্রকাশ,
নাহিক কিছুই ভয়।
মরণ আসিবে, হাসি প্রকাশিবে,
হইবে হাসির জয় ॥



প্রার্থনা।

সহিয়ে বিষম তাপ, করিয়াছি কত পাপ,
ভাবিয়া যে অন্ত নাহি পাই।
যাতনা কি শেষ হবে, শান্তি কি পাইব ভবে,
ঘুচিবে জঞ্জাল দুঃখ পাই॥
শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে, নিরাশ হৃদয় জুড়ে,
অন্ধকার হেরি চারিদিক।
বন্ধু ছাড়া হয়ে আমি, হয়েছি বিপথগামী,
জীবনে দিতেছি শত ধিক॥
কোথা দয়াময় হরি, দেখা দেও কৃপা করি,
আশা দিয়ে করহে নির্ভয়।
বুঝিয়াছি মিছে সব, বুদ্ধি জ্ঞান নরগৌরব,
নিজ বলে নাইকো অভয়॥

হায়! দশা একি হোলো, নিবিল নিশ্বাস আলো,
ডাকিয়া না পাই দয়াময়ে।
দেখি পাপী নরাধম, জঘন্য প্রকৃতি মম,
তিনিও গেলেন চলিয়ে॥
হা বিভো, করুণানিধি, মানিহে তোমার বিধি,
ছাড়োনাত কভু পাপী জনে।
অন্ধকার আসে যদি, থাকেনাক নিরবধি,
চলি যায় তব কৃপাগুণে॥
পড়িয়া থাকিব তবে, যা হবার তাই হবে,
দীনভাবে ও চরণতলে।
জীবনে মরণে হরি, ধরিনু চরণ তরি,
ভব পার কর কৃপাবলে॥

